এক দেশে এক ভালুক ছিল। খুব জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ। সবাই তাকে ডাকত ইন্সপেক্টর টেডি নামে। ইন্সপেক্টর টেডি পেশায় একজন গোয়েন্দা। তার নিজের একটি গোয়েন্দা অফিস ছিল।

ইন্সপেক্টর টেডি যে শহরে থাকত সেখানে একটি জাদুঘর ছিল। কিছুদিন আগে সেই জাদুঘরে চুরি হয়েছে। এখন পর্যন্ত কেউই চোরকে ধরতে পারেনি। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ জানত ইন্সপেক্টর টেডিকে বললে সে অপরাধীকে খুঁজে বের করতে পারবে। তাই তাকে জাদুঘরে নিয়ে আসলো।

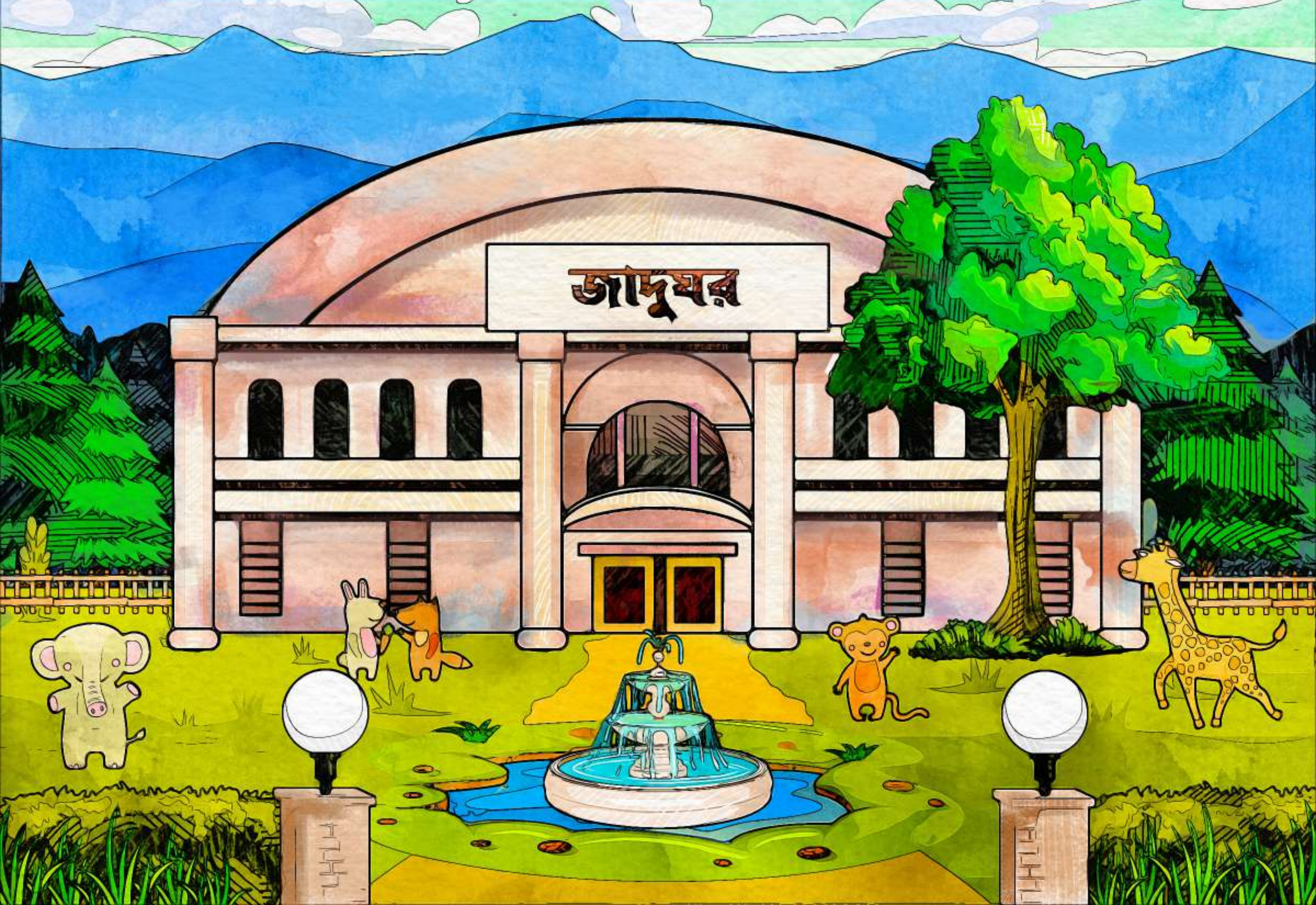

জাদুঘরের ব্যবস্থাপক মিস্টার সিম্পু। সে ইন্সপেক্টর টেডিকে জানালো নীল রঙের একটি কাচের দানি চুরি হয়েছে। দানিটি খুবই প্রাচীন এবং দামী। দেখতে অনেকটা ফুটবলের মতো।

ইন্সপেক্টর টেডি দানিটি খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিলো। সে মনে মনে বলল যেভাবেই হোক চোরকে খুঁজে বের করতে হবে।

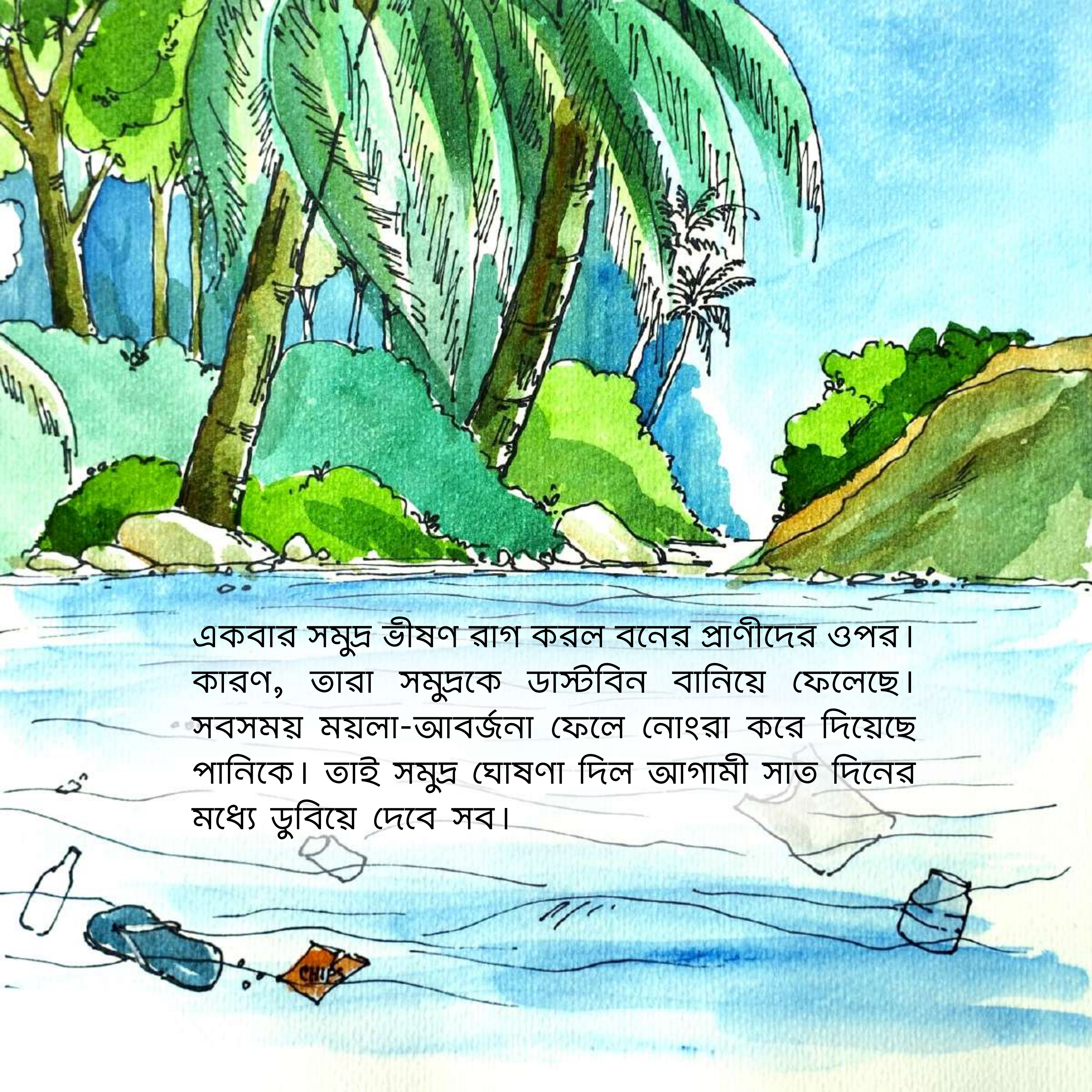

একবার সমুদ্র ভীষণ রাগ করল বনের প্রাণীদের ওপর। কারণ, তারা সমুদ্রকে ডাস্টবিন বানিয়ে ফেলেছে। সবসময় ময়লা-আবর্জনা ফেলে নোংরা করে দিয়েছে পানিকে। তাই সমুদ্র ঘোষণা দিল আগামী সাত দিনের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে সব।

চারিদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল খবরটি। বনের প্রাণীরা ভয়ে অস্থির। ঘরবাড়ি ডুবে গেলে তারা যাবে কোথায়! সবাই ভয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল।

কাছেই ছিল এক বৃদ্ধ শেয়াল। পেশায় সে একজন সামান্য ব্যবসায়ী। বই বিক্রেতা। সবাই অস্থির হলেও সে খুব শান্তভাবে সবকিছু খেয়াল করছে। ভাবছে কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়।

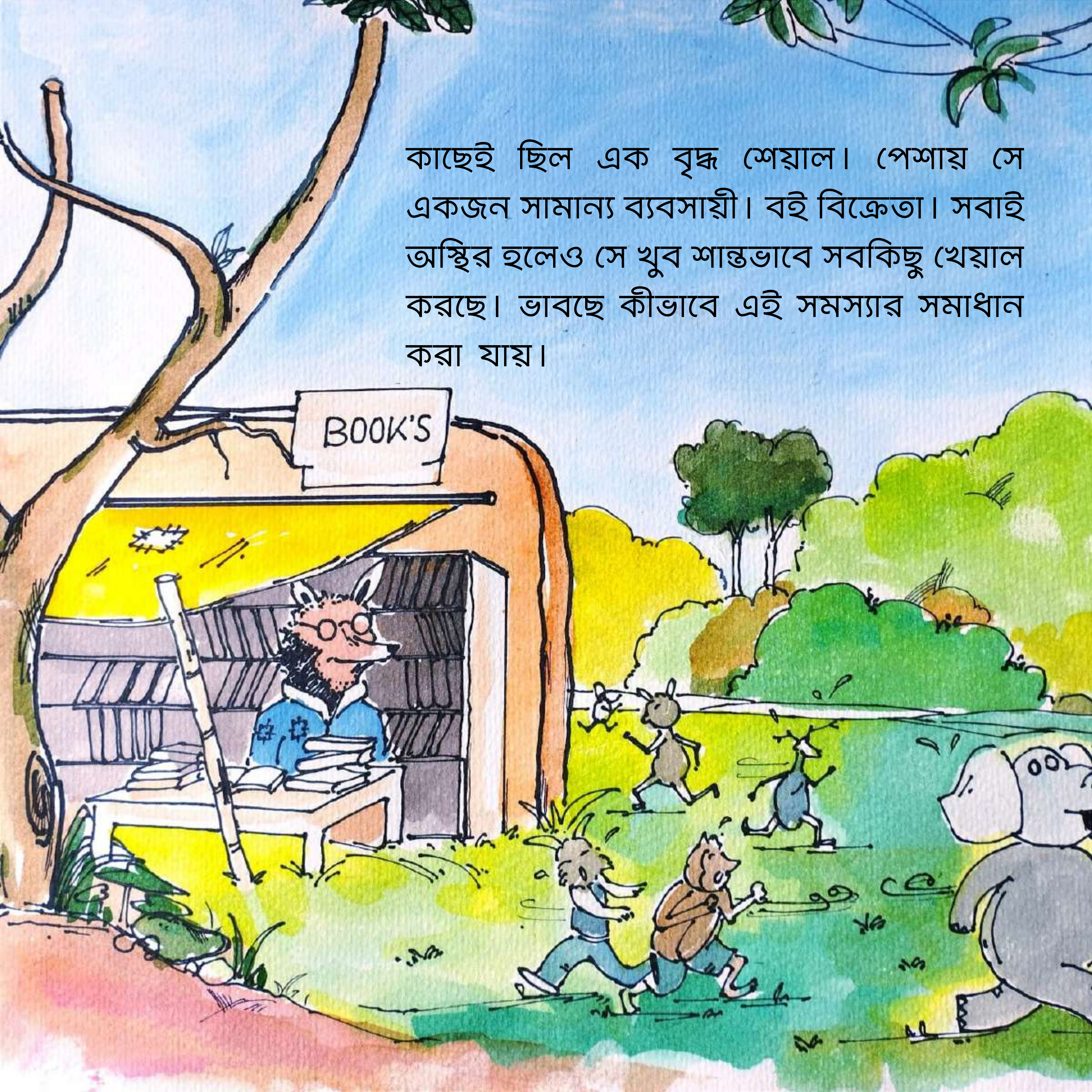

বৃদ্ধ শেয়াল এই জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচার একটি বুদ্ধি বের করে ফেলল। দেরি না করে সে ছুটে গেল বনের রাজা সিংহের দরবারে। বুক ভরা সাহস নিয়ে সিংহকে বলল, "জাঁহাপনা, আমি আপনার রাজ্যের একজন সামান্য ব্যবসায়ী। তবে এই বিপদ থেকে বাঁচার উপায় আমার জানা আছে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।"

সে ছিল খুব সাহসী এক পিঁপড়া। নাম তার ফরমিকানো।
পরিবার নিয়ে অন্যান্য পিঁপড়াদের সাথে থাকত সে।

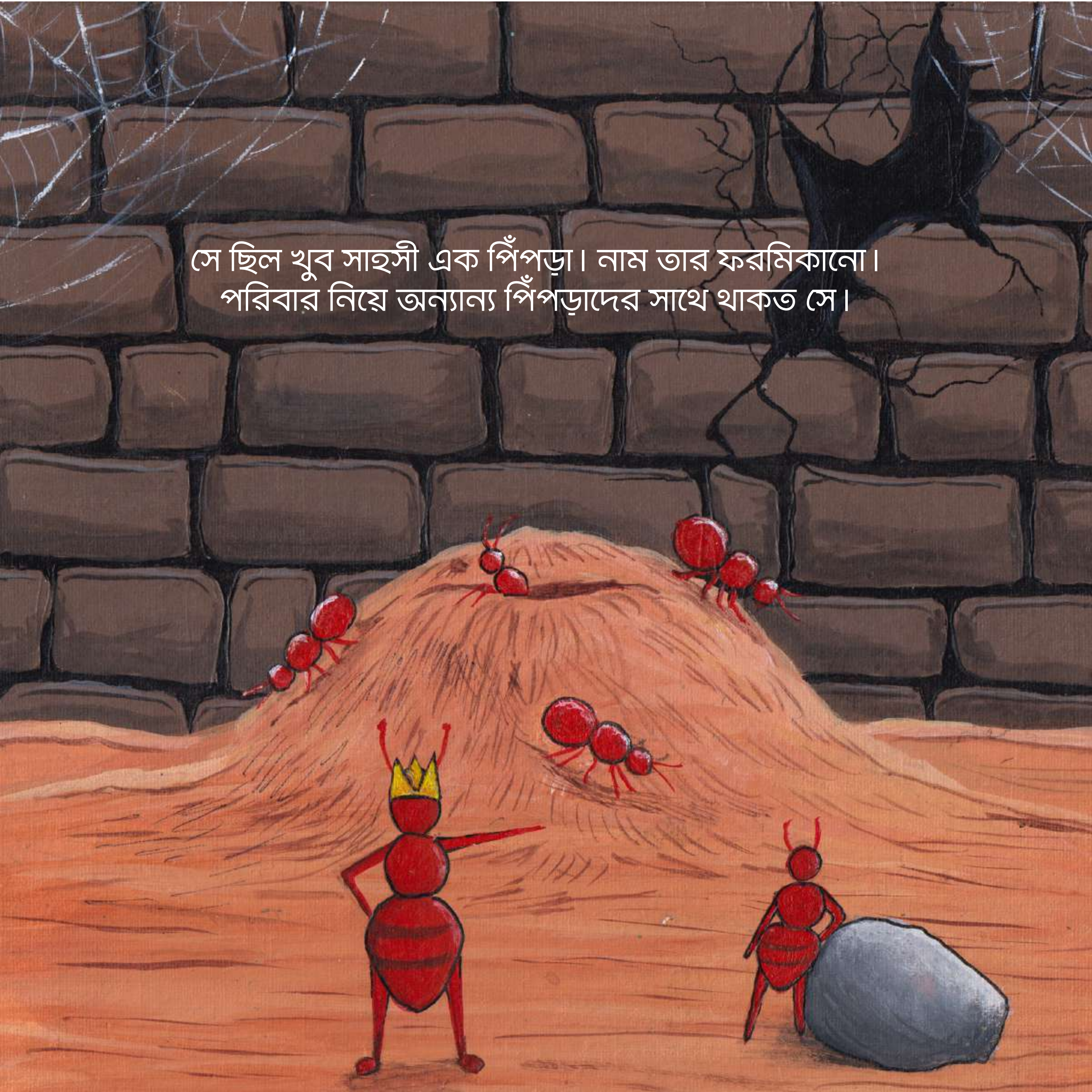

একটি পুরনো বাড়ির দেয়ালের ফাটিলে তাদের বসবাস। সেখানে ওরা নিজেদের বসতি গড়ে তুলেছিল। পিঁপড়ারা খুব পরিশ্রমী।

এক সকালে দুই পিঁপড়া একটি খবর নিয়ে এলো। বসতি থেকে বেশ দূরে তারা একটা মৃত ঘাসফড়িং দেখেছে। খবরটা শুনে সবাই ছুটে এলো ওদের দিকে। আনন্দে হৈচৈ শুরু করে দিলো ওরা। জলদি সেখানে যেতে হবে আর মৃত ঘাসফড়িংটা তুলে নিয়ে আসতে হবে।

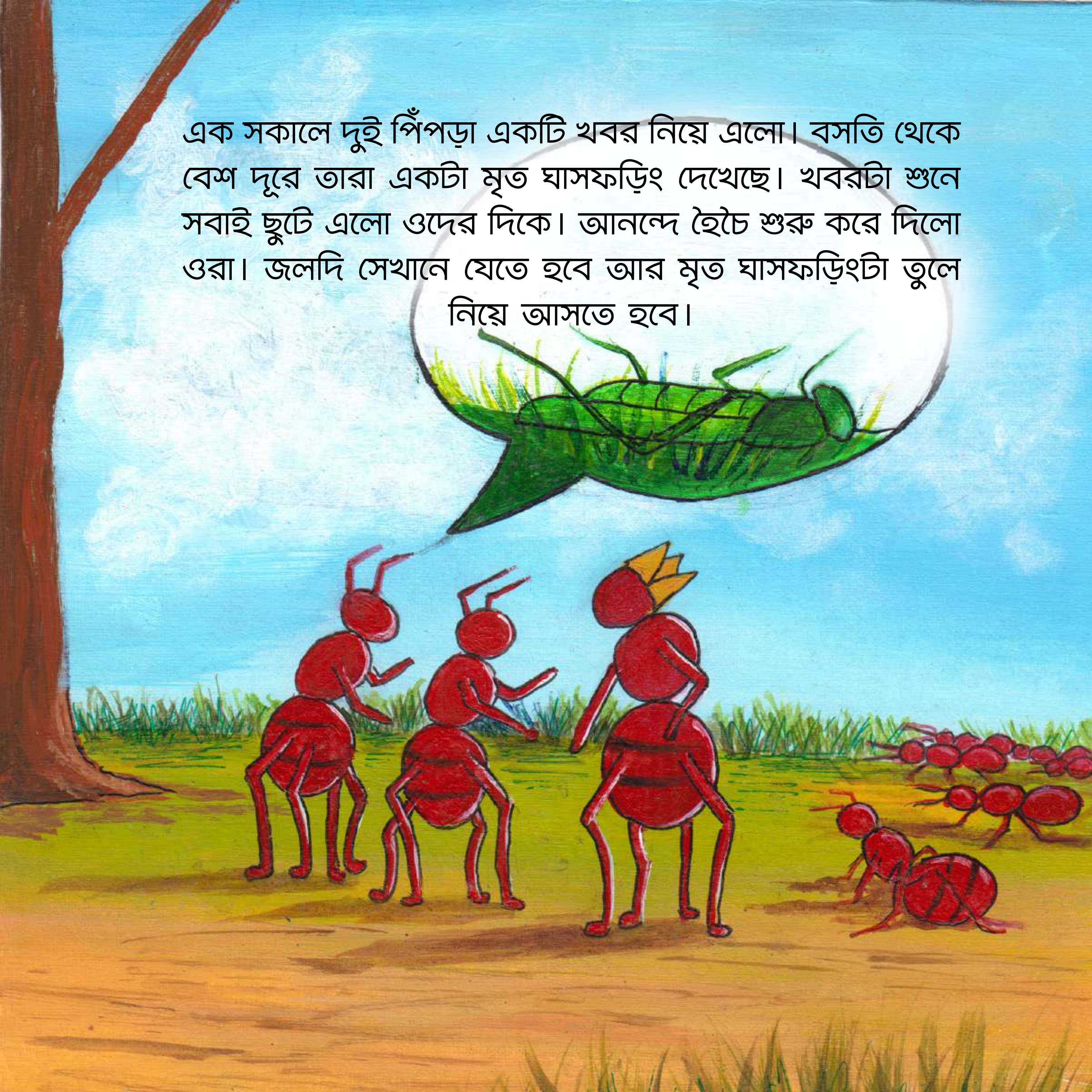

ফরমিকানো ছিল পিঁপড়া-নেতাদের একজন। সে অন্যদের সাথে পরামর্শ করে কিছু পিঁপড়াকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিলো।

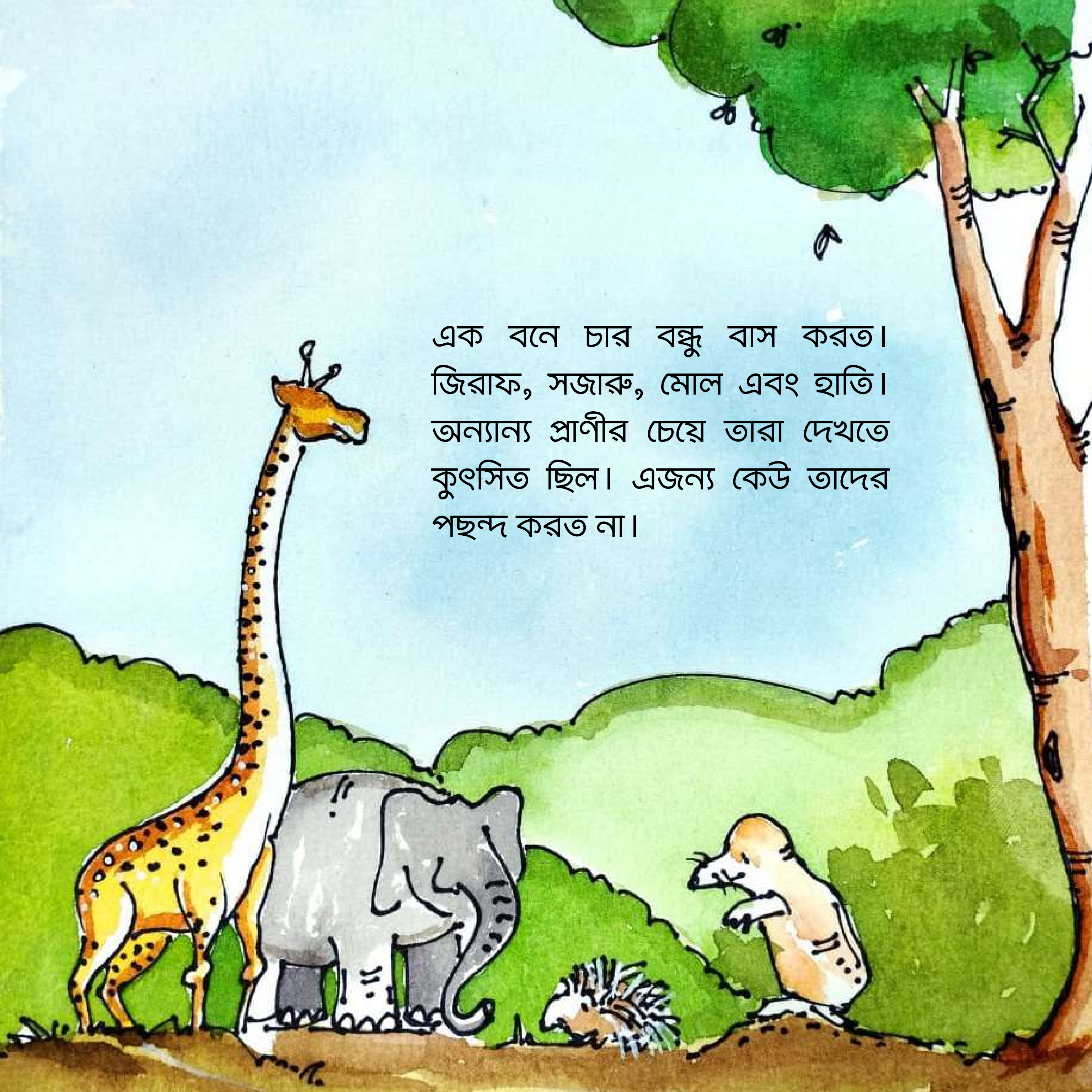

এক বনে চার বন্ধু বাস করত। জিরাফ, সজারু, মোল এবং হাতি। অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে তারা দেখতে কুৎসিত ছিল। এজন্য কেউ তাদের পছন্দ করত না।

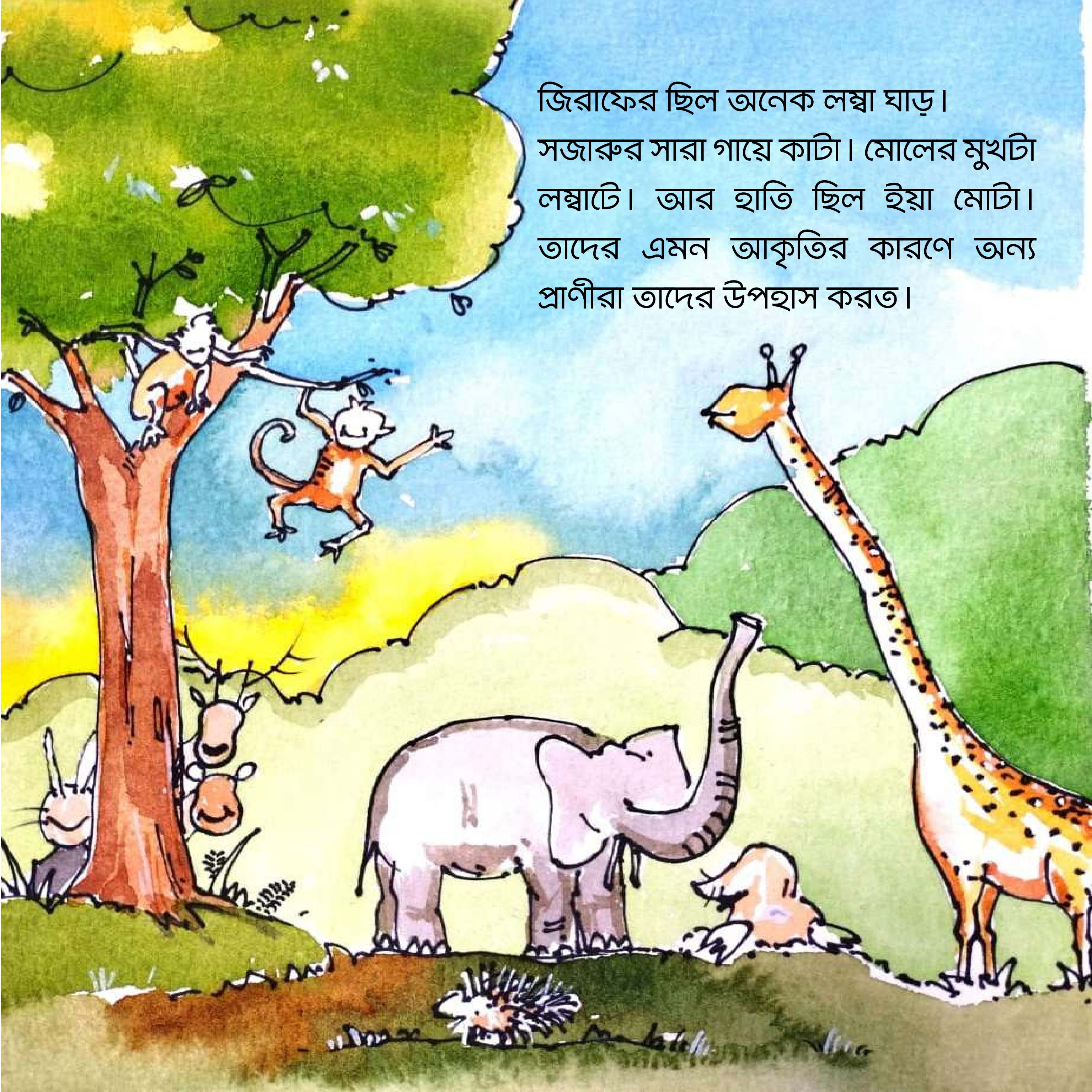

জিরাফের ছিল অনেক লম্বা ঘাড়। সজারুর সারা গায়ে কাটা। মোলের মুখটা লম্বাটে। আর হাতি ছিল ইয়া মোটা। তাদের এমন আকৃতির কারণে অন্য প্রাণীরা তাদের উপহাস করত।

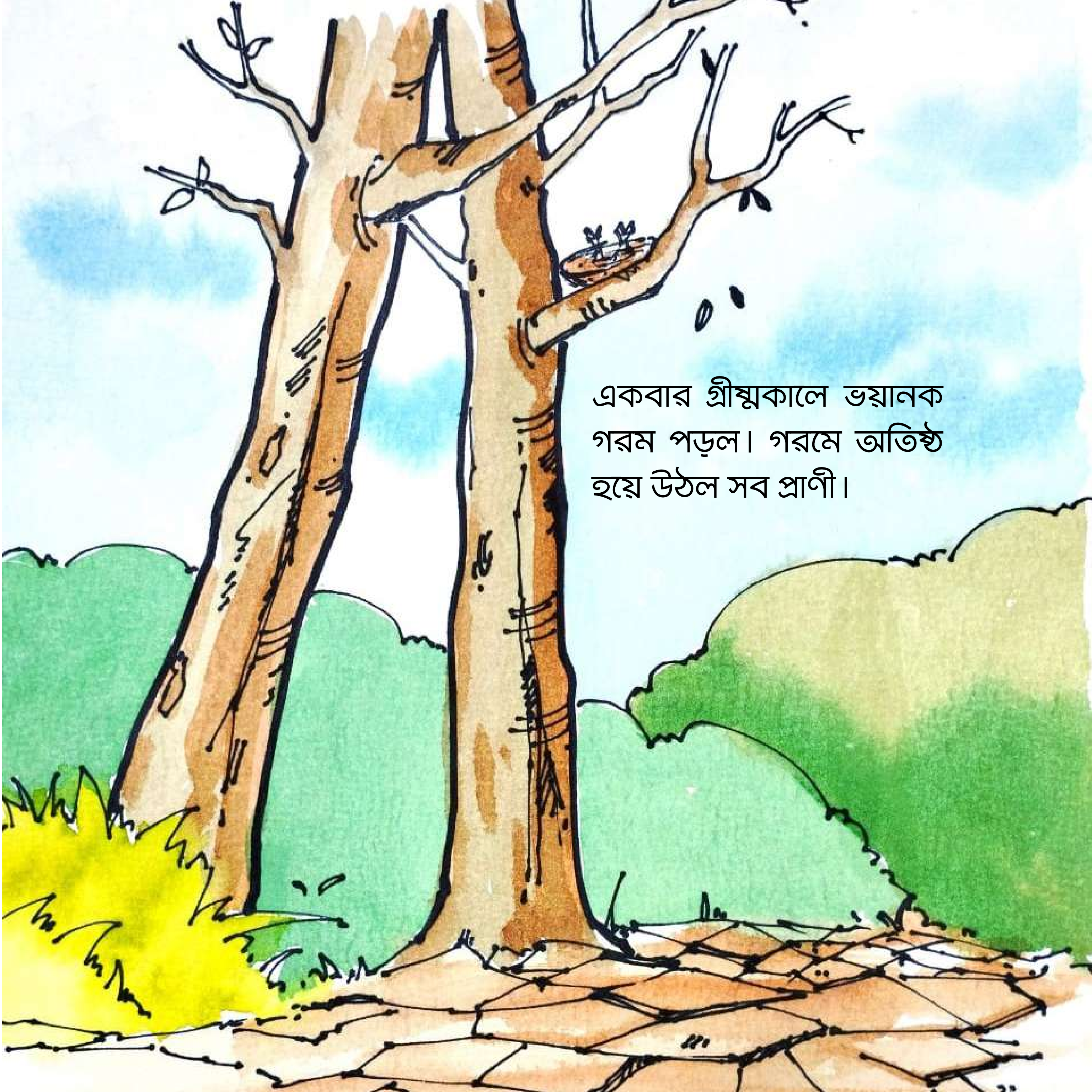
একবার গ্রীষ্মকালে ভয়ানক গরম পড়ল। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল সব প্রাণী।

জিরাফ ছিল আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ। সে বুঝতে পারল ভবিষ্যতে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পানির অভাব দেখা দিতে পারে। তাই সবাইকে পর্যাপ্ত পানি সংগ্রহে রাখার পরামর্শ দিলো।

অনেক বড় একটি ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলে বাস করে হাজারও পশুপাখি। তাদের সাথে থাকে বিরাট এক হাতি আর কর্কশ কণ্ঠের এক কোলাব্যাঙ।

হাতির যেমন বিশাল শরীর, তেমন বিশাল তার পেট।
জঙ্গলের অর্ধেক খাবার সে একা খায়।

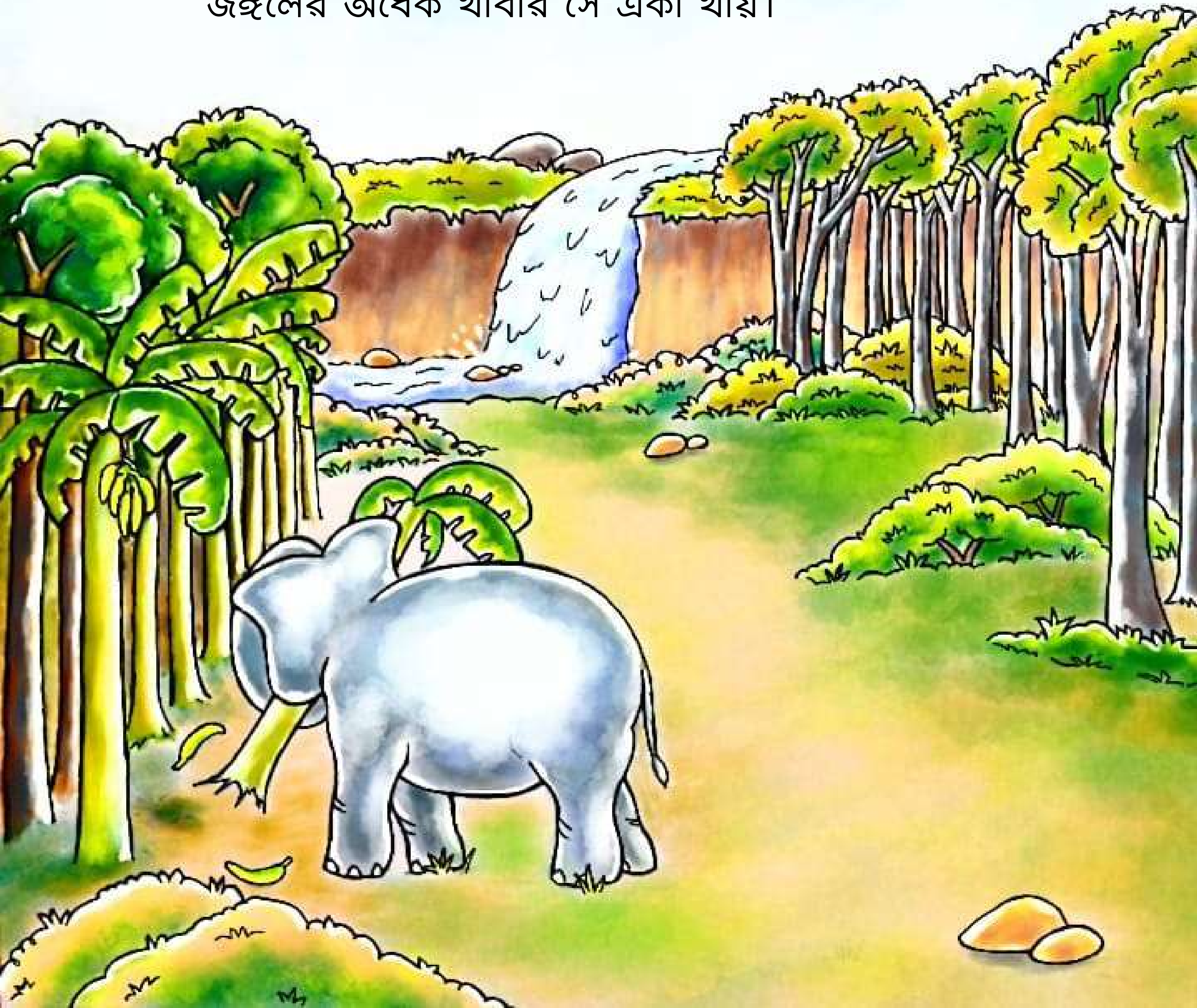

কোলাব্যাঙ দেখতে যেমন কুৎসিত, তেমন কর্কশ তার কণ্ঠ। রাতের বেলা 'ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ' 'ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ' করে নাক ডেকে পুরো জঙ্গলের পশুপাখিদের ঘুম ভেঙে দেয়। এ নিয়ে জঙ্গলের প্রাণীরা খুবই চিন্তিত। কী করা যায়? কী করা যায়?

একদিন বিকেলে জঙ্গলের সব প্রাণীরা মিলে আয়োজন করল বিশাল এক বিচার সভা। সেখানে উপস্থিত হলো লম্বা গলার জিরাফ সহ বিরাট আকৃতির ডোরাকাটা অজগর।